দাওয়াত সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

প্রিয় নবী ﷺ এর ওলীমার অবস্থা ২

টাকা না থাকলে তবে ওলীমা কিভাবে করবে? ৩

দাওয়াত ছাড়া খাওয়া কেমন? ৬

বিবাহের হলে গান বাজলে তবে...? ৯০

অতিরিক্ত আইটেম করা কেমন? ৯৩

ওলীমার আটটি নিয়্যত ৯৪

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দাওয়াত সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

হে **আল্লাহ**! যে এই পুস্তিকা **"দাওয়াত সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** সম্পূর্ণ পাঠ করে নিবে, তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার মাহবুব ﷺ এর প্রতিবেশী হিসাবে অসংখ্য নেয়ামত খাওয়াও। আমিন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি দিনে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে না নিবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারীহব, ২/৩২৮, হাদীস নং-২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: ওলীমা কাকে বলে?

উত্তর: ওলীমা হলো: বিবাহের পর বাসর রাতের (অর্থাৎ বিবাহের পর প্রথম রাতে স্বামী স্ত্রী মিলনের) পর সকালে নিজের বন্ধু বান্ধব,আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া মহল্লার লোকদেরকে সামর্থ অনুযায়ী দাওয়াত করা। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৯১)** **আল্লাহ পাকের** শেষ **নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ অর্থাৎ ওলীমা করো যদিও একটি ছাগল দিয়েও হোক না কেন।

(মুসলিম, ৭৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৪২৭)

প্রশ্ন: ওলীমা করা কি সুন্নাত?

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ! দাওয়াতে ওলীমা করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৯১)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওলীমার অবস্থা

প্রশ্ন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর ওলীমা কিভাবে করেছিলেন?

উত্তর: আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র বিবিগণের মধ্যে হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব বিনতে জাহশ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ওলীমায় মানুষদেরকে পেট ভরে রুটি মাংস আহার করিয়ে ছিলেন।[১] (২) হযরত সায়্যিদাতুনা সাফিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে বিবাহ করার পর সফরের মাঝেই ওলীমা করেছেন, যাতে দস্তরখানায় খেজুর, পনির এবং ঘি রাখা হয়েছিলো।[২] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদাতুনা সাফিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর জন্য হারিসে দ্বারা ওলীমা করা হয়েছে।[৩] আরববাসীরা খেজুর ও মাখন, বাদাম ও ঘি মিলিয়ে খায়, একে হাইস বলা হয়, বর্তমানে এতে হারিসাও বলা হয়, হারিসা অনেক ধরনের হয়ে থাকে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং বিভিন্ন জিনিস দ্বারা তা বানানো হয়। (মিরাতুল মানাযিহ, ৫/৭৩)

প্রশ্ন: ওলীমা কতদিন পর পর্যন্ত হতে পারে?

উত্তর: ওলীমার দাওয়াত (বাসর রাতের পর) শুধুমাত্র প্রথম দিনই বা এর পর দ্বিতীয় দিনও অর্থাৎ দুইদিন পর্যন্ত এই দাওয়াত হতে পারে, এরপর ওলীমা ও বিবাহ শেষ। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে বিবাহের অনুষ্ঠান অনেকদিন ধরে চলতে থাকে। সুন্নাতের চেয়ে বেশি

---

১. বুখারী, ৩/৩০৬, হাদীস নং-৪৭৯৪। ২. বুখারী, ৩/৪৫০, হাদীস নং-৫১৫৯।
৩. বুখারী, ৩/৪৫৩, হাদীস নং-৫১৬৯।

করা লৌকিকতা ও লোক দেখানো, এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৯২) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (বিবাহে) প্রথম দিনের খাবার ঠিক আছে (অর্থাৎ প্রমাণিত, তা না করা উচিৎ) এবং দ্বিতীয় দিনের খাবার সুন্নাত আর তৃতীয় দিনের খাবার লোক দেখানো এবং প্রসিদ্ধির জন্য, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে দেখে নিবেন।[১] অর্থাৎ তাকে শাস্তি দিবেন। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৮৯)

টাকা না থাকলে তবে ওলীমা কিভাবে করবে?

প্রশ্ন: যার নিকট ওলীমা করার জন্য টাকা নাই, সে কি করবে?

উত্তর: ওলীমা করার জন্য মানুষের ভীড় করা শর্ত নয়, পনেরটি খাবারের আইটেম করার প্রয়োজনও নাই, সামর্থ অনুযায়ী ডালভাত বা মাংস ইত্যাদি যা-ই আপনি উপস্থাপন করতে পারেন, উপস্থাপন করুন, ওলীমা হয়ে যাবে, দুই তিনজন বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন হলেও ওলীমা হয়ে যাবে। "**ফতোয়ায়ে আমজাদিয়া**"য় রয়েছে: সুন্নাত দাওয়াতের জন্য বেশি কোন কিছুর আয়োজন করা আবশ্যক নয়, যদি দুই চারজনকে সামান্য কিছু যদিও তা পেট না ভরে, যদি ডাল রুটি, ডালভাতও হয় বা এর থেকেও কম খাওয়ানো হয় তবুও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (ফতোয়ায়ে আমজাদিয়া, ৪/২২৪) **"ফতোয়ায়ে বাহরুল উলুমে"** রয়েছে: ওলীমার দাওয়াত করা সুন্নাত, কিন্তু জরুরী বা আবশ্যক নয়, পুরো বংশের লোক খাওয়ানো শর্তও নয়, চারজনকে

১. তিরমিযী, ২/৩৪৯, হাদীস নং-১০৯৯।

খাইয়ে দিলেই ওলীমার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। **(ফতোয়ায়ে বাহরুল উলুম, ৩/৪৪৩)** "মিরাতুল মানাযিহ"তে রয়েছে: ওলীমা বরের সামর্থ অনুযায়ী হতে হবে, এর জন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। **(মিরাতুল মানাযিহ, ৫/৭২)**

ওলীমা কি অগ্রীম করা যাবে?

প্রশ্ন: বোনের বিয়েতে বরযাত্রী খাবে এবং ভাইয়ের বরযাত্রী পরদিন যাবে, এরূপ অবস্থায় কি সেই খাবারে অগ্রীম ওলীমা হতে পারে?

উত্তর: বধু বিদায়ের পূর্বে যে খাবারের আয়োজন করা হয়, তা ওলীমা নয়, অনুরূপভাবে কন্যা সম্পাদনের পর মিলনের পূর্বেও ওলীমা হবে না। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১১/২৫৬)**

ওলীমা হলো সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা

প্রশ্ন: ওলীমা করেইনি বা অগ্রীম করে নিল তবে কি এরূপ লোক গুনাহগার হবে?

উত্তর: না। (এরূপ লোক) সুন্নাত বর্জনকারী, কিন্তু তা হলো (অর্থাৎ ওলীমা) সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা (অর্থাৎ গুরুত্ববহ সুন্নাত নয়), বর্জনকারী গুনাহগার হবে না, যদি একে সত্য মানে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১১/২৭৮)

ওলীমার দাওয়াত গ্রহন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

প্রশ্ন: ওলীমার দাওয়াত গ্রহন করার কি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে?

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ! **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কাউকে ওলীমার দাওয়াত করা হয়, তবে সেখানে যাও। **(বুখারী, ৩/৪৫৪, হাদীস নং-৫১৭৩)** আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه লিখেন:

ওলীমার দাওয়াত গ্রহন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, আর সেখানে কোন **আল্লাহ পাকের** নাফরমানি মুলক আয়োজন যেমন; গান-বাজনা ইত্যাদি না হয় এবং অন্য কোন শরয়ী প্রতিবন্ধকতা না হয় আর তা গ্রহন করা যদি সেখানে যাওয়াই হয়, তবে খাবার খাওয়া না খাওয়ার অধিকার রয়েছে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬৫৫) অন্য এক জায়গায় লিখেন: ওলীমার দাওয়াতে শরয়ী বিনা কারণে না যাওয়া মাকরূহ।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬৬০)

প্রত্যেক দাওয়াত গ্রহন করা কি সুন্নাত?

প্রশ্ন: ওলীমা ছাড়াও কি অন্যান্য দাওয়াতও গ্রহন করা সুন্নাত?

উত্তর: সাধারণ দাওয়াত গ্রহন করা উত্তম, যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে বা এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ না থাকে এবং বিশেষকরে তাকেই কেউ দাওয়াত করে তবে তা গ্রহন করা না করা তা পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে।[১] **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ খাওয়ার জন্য ডাকে তবে তা গ্রহন করো, অতঃপর যদি ইচ্ছা করে খেয়ে নাও এবং যদি ইচ্ছা না করে তবে খেয়ো না।[২] মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: উদ্দেশ্য হলো যে, প্রত্যেক জায়িয দাওয়াতে যাওয়া উত্তম, খাবার খাওয়া না খাওয়ার অধিকার রয়েছে, কেননা নাযাওয়াতে লোকেরা (অনেক সময়) অহঙ্কারী বলে থাকে এবং এতে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলেমিশে থাকা উচিৎ।[৩]

---

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়, ২১/৬৫৫। ২. মুসলিম, ৭৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৩০।
৩. মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৭৫।

www.dawateislami.net

দুই তিনটি দাওয়াত একসাথে এসে গেলে...

প্রশ্ন: যদি একই সময়ে দুই তিন জায়গায় ওলীমার দাওয়াত এসে যায় তবে কোথায় অংশগ্রহন করবে?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন দুই ব্যক্তি দাওয়াত দেয়ার জন্য একই সময় এসে যায়, তবে যার বাড়ি তোমার বাড়ি থেকে নিকটে হয়, তার দাওয়াত গ্রহন করো এবং যদি একজন আগে এসেছে তবে যে আগে এসেছে তারটি গ্রহন করো।

(আবু দাউদ, ৩/৪৮৪, হাদীস নং-৩৭৫৬)

দাওয়াত ছাড়া খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: ওলীমার দাওয়াতে "বিনা দাওয়াতে মেহমান" হওয়া এবং খাবার খাওয়া কেমন?

উত্তর: ওলীমা হোক বা অন্য কোন বিশেষ আয়োজন, বিনা দাওয়াতে তাতে চলে যাওয়া এবং খাবার খেয়ে নেয়া গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে গেলো, সে চোর হয়ে ঢুকলো এবং লুটপাট করে বের হলো। **(আবু দাউদ, ৩/৪৭৩, হাদীস নং-৩৭৪১)**

বিনা দাওয়াতে নিয়াযের খাবার খাবে কি খাবে না?

প্রশ্ন: বুযুর্গদের নিয়াযের খাবারও কি বিনা দাওয়াতে খেতে পারবে না?

উত্তম: এর দু'টি ধরন রয়েছে: (১) যদি কেউ নিয়াযের খাবারে সাধারণকে বলেনি বরং বিশেষ ব্যক্তিদেরকেই বলেছে বা দাওয়াতের

কার্ড দেয়া হয়েছে তবে তারাই যেতে পারবে, অন্যরা ঢুকে খেয়ে নিলে গুনাহগার হবে (২) যদি সাধারণ লঙ্গর হয় তবে সবাই খেতে পারবে।

নাতের মাহফিলে বিনা দাওয়াতে খাওয়া

প্রশ্নঃ যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে যেমন; বিবাহ ইত্যাদিতে নাতের মাহফিলের আয়োজন করলো এবং সেখানে খাবারের ব্যবস্থাও করলো তবে সেখানে বিনা দাওয়াতে যাবে কি না?

উত্তরঃ এই আয়োজনও যদি বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য হয় তবে বিনা দাওয়াতে গিয়ে খাওয়ার অনুমতি নেই এবং যদি সর্বসাধারণের জন্য হয় তবে অনুমতি রয়েছে।

যার দাওয়াত নেই তাকে সাথে নিয়ে যাওয়া

প্রশ্নঃ দাওয়াতে কি দাওয়াত করা মেহমানের সাথে অন্য কাউকে নিয়ে যেতে পারবে?

উত্তরঃ না, যদি নিয়ে যায় তবে প্রথমেই আয়োজকের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে নিতে হবে, বরং আমি তো পরামর্শ দিবো যে, অনুমতি চেয়ে আয়োজককে বিপদে ফেলবেন না। কেননা হয়তো তাকে ভদ্রতা স্বরূপ অনুমতি দিয়ে দিতে হবে এবং হতে পারে তার এই সুযোগ নেই বা যার জন্য অনুমতি চাওয়া হচ্ছে আয়োজক তাকে পছন্দ করে না।

শিশুদের কি সাথে নিয়ে যেতে পারবে?

প্রশ্নঃ তবে কি শিশুদেরও সাথে নিতে পারবে না?

উত্তর: বড় দাওয়াতে নিজের সাথে দুই একজন শিশু নিয়ে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে তবে যদি তাও এমন জায়গায় হয়, যেখানে এরূপ করার রীতি রয়েছে, অন্যথায় শিশুদের নিয়ে যাওয়াও নিষেধ এবং বংশের শিশুদের পুরো বাহিনী নিয়ে তো কোথাও যাবেন না।

পীর সাহেবের সাথে কি মুরীদ যেতে পারবে?

প্রশ্ন: যদি কোন আলিম, মুফতী বা পীর সাহেব দাওয়াত পেয়েছেন এবং তাঁদের শাগরেদ বা মুরীদ ইত্যাদিও তাঁদের সাথে বিনা দাওয়াতে চলে গেলে তবে তাঁদের কি করা উচিৎ?

উত্তর: তাঁদের উচিৎ যে, এরূপ ব্যক্তিদের কৌশলে নিজেই নিষেধ করে দেয়া, কেননা আয়োজক তো ভদ্রতার খাতিরে নিষেধ করতে পারবে না এবং যদি দাওয়াতে নিয়ে যেতে চায় তবে প্রথমেই আয়োজক (অর্থাৎ যে দাওয়াত করেছে তার) থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়া, **"বুখারী শরীফে"** রয়েছে: একজন আনসারী, যাঁর উপনাম ছিলো আবু শুয়াইব, তিনি তাঁর গোলামকে বললেন যে, পাঁচজন লোকের খাবার পাকাও, আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চারজন সাহাবীসহ দাওয়াত করবো। সুতরাং সামান্য খাবার প্রস্তুত করা হলো এবং **হুযুরে আকরাম** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে দাওয়াত করতে উপস্থিত হলেন, এক ব্যক্তি **হুযুরে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে যেতে লাগলো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাওয়াত প্রদানকারীকে ইরশাদ করলেন: আবু শুয়াইব! আমাদের সাথে এই লোক এসে গেছে, যদি তুমি চাও তবে তাকে অনুমতি দাও এবং

www.dawateislami.net

চাইলে নিষেধ করে দাও। তিনি আরয করলেন: আমি তাকে অনুমতি দিলাম। (বুখারী, ৩/৫৪৩, হাদীস নং-৫৪৬১) মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ যদি কারো দাওয়াত থাকে এবং তার সাথে অন্য কোন ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে চলে আসে তবে প্রকাশ করে দিন যে, আমি নিয়ে আসিনি এবং আয়োজকের অধিকার রয়েছে যে, তাকে খাওয়ার অনুমতি দেয়ার বা না দেয়ার, কেননা প্রকাশ না করলে আয়োজকের এটা অপছন্দ হবে যে, নিজের সাথে অন্যকে কেন নিয়ে এলো!

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৯০)

বডিগার্ড সাথে যেতে পারবে নাকি পারবে না?

প্রশ্ন: অনেক সময় আয়োজকেরও জানা থাকে যে, অমুক মেহমানের সাথে দুই চারজন লোক অতিরিক্ত আসবে, এরূপ অবস্থায় সেই মেহমান কি যে কাউকে সাথে নিয়ে যেতে পারবে?

উত্তর: যেমন রীতি তেমন আমল, যদি শুধুমাত্র এই ব্যক্তিরই খাবারের দাওয়াত হয়, তবে একজন বা চারজন অগ্রীম জিজ্ঞাসা করে নেয়া উচিৎ এবং যদি নিয়ায ইত্যাদি হয় তবে রীতি অনুযায়ী আমল করুন, এমন যেনো না হয় যে, রীতি চার পাঁচ লোকের এবং পনের বিশজন লোক সাথে নিয়ে এসে গেলেন। মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যার দাওয়াত রয়েছে সেও নিজের সাথে দাওয়াত ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে যাবে না, তবে প্রচলিত রীতি যেমন। সুতরাং যার সাথে গার্ড রয়েছে, সে তার সাথে তার বডিগার্ড সাথে নিয়ে যেতে পারবে, কেননা এর প্রচলিত ধারা রয়েছে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৭৬)

বিবাহের হলে গান বাজলে তবে...?

প্রশ্নঃ যদি ওলীমা বা অন্য কোন দাওয়াতে মিউজিক বাজানো হয় তবে?

উত্তরঃ দাওয়াতে যাওয়া তখনই সুন্নাত, যখন জানা থাকবে যে, সেখানে গান-বাজনা, খেলাধুলা নেই এবং যদি জানা থাকে যে, এই গুনাহে ভরা অবস্থা সেখানে হবে তবে যাবে না। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৯২)**

যে গুনাহে বাঁধা দিতে পারবে তার মাসআলা

প্রশ্নঃ যদি কেউ এটা জানে যে, তার যাওয়াতে সেখানে গুনাহে ভরা কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, তবে যাবে কি যাবে না?

উত্তরঃ যদি সেখানে গান-বাজনা হয় এবং এই ব্যক্তি জানে যে, আমার যাওয়াতে এই জিনিসগুলো বন্ধ হয়ে যাবে তবে তার এই নিয়্যতে যাওয়া উচিৎ যে, তার যাওয়াতে শরীয়ত বিরোধী কাজ (অর্থাৎ গুনাহের কাজ) বন্ধ করে দেয়া হবে। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৯২)**

প্রথম থেকে জানা ছিলো না, অতঃপর গান শুরু হয়ে গেলো তবে?

প্রশ্নঃ যদি প্রথম থেকে জানা ছিলো না এবং দাওয়াতে চলে গেলো অতঃপর সেখানে মিউজিক চালানো হলো, তবে কি করবে?

উত্তরঃ যাওয়ার পর জানতে পারলো যে, এখানে গান-বাজনা, অশ্লীলতা ইত্যাদি নাজায়িয কাজ হচ্ছে তবে সেখান থেকে ফিরে আসুন এবং যদি বাড়ির অপর প্রান্তে হয়, যেখানে খাবার খাওয়ানো হচ্ছে সেখানে হচ্ছে না, তবে সেখানে বসতে পারবে আর খাবারও

খেতে পারবে, যদি সেই ব্যক্তি তাদরেকে গান-বাজনা করতে বাঁধা দিতে পারে তবে বাঁধা দিবে এবং যদি এর (অর্থাৎ বাঁধা দেয়ার) ক্ষমতা না থাকে, তবে ধৈর্য ধারণ করবে, তা এই অবস্থায় যে, যখন এই ব্যক্তি ধর্মীয় নেতা না হয়। আর যদি ধর্মীয় নেতা হয়, যেমন; ওলামা ও মাশায়িক, যদি সে বাঁধা দিতে না পারে তবে সেখান থেকে চলে আসবে, সেখানে বসবেও না, খাবেও না এবং প্রথম থেকেই জানা থাকে যে, এই অবস্থা হচ্ছে তবে ধর্মীয় নেতা হোক বা না হোক কারোরই (সাধারণ মুসলমানেরও) যাওয়া জায়িয নয়, যদিওবা বাড়ির সেই অংশে এগুলো হচ্ছে না বরং অন্য অংশে হচ্ছে।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৯২)

কবরস্থান থেকে আসা ভয়ঙ্কর আওয়াজ (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন হাশিম সুলামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি তার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে নিজের ঘরে নাচের প্রোগ্রাম করলো, তার বাড়ির পাশেই কবরস্থান ছিলো, রাতে যখন অনুষ্ঠান চরমে পৌঁছে, তখন হঠাৎ লোকেরা কবরস্থান থেকে একটি ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনলো, যার কারণে তাদের অন্তর কেঁপে উঠলো এবং তারা এমনভাবে চুপ হয়ে গেলো যেনো তাদেরকে সাপে কেটেছে, অতঃপর কবরস্থানের গায়েবী আওয়াজ শুনা গেলো যে,

يَا اَهْلَ لَذَّةٍ لَهْوٍ لَاتَدُوْمُ لَهُمْ ۔۔۔ اِنَّ الْمَنَايَا تُبِيْدُ اللَّهْوَ وَاللَّعِبَا

كَمْ قَدْ رَاَيْنَاهُ مَسْرُوْرًا بِلَذَّتِهٖ ۔۔۔ اَمْسٰى فَرِيْدًا مِّنَ الْاَهْلِيْنَ مُغْتَرِبَا

অনুবাদঃ হে নাচ গানের স্বাদে মত্তরা! নিশ্চয় মৃত্যু খেলাধুলাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, এরূপ কতই না ছিলো, যাদেরকে আমি এই স্বাদে মত্ত দেখেছি কিন্তু তারা তাদের সাথীদের থেকে পৃথক হয়ে দুনিয়া ছেড়ে গেছে।

আল্লাহর শপথ! তখনো কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছে যে, দুলহার ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

(আল হাওয়াতিফ মাআ মাওসুআতি ইবনে আবীদ দুনিয়া, ২/৪৫৯, হাদীস নং-৪৮)

লৌকিকতাপূর্ণ ওলীমা

প্রশ্নঃ যদি এই জন্য ওলীমার দাওয়াত করলো যে, বন্ধু বান্ধব এবং বংশের লোকেরা বাহবা করে, তবে কি এই সুন্নাত কাজের সাওয়াব অর্জিত হবে?

উত্তরঃ লৌকিকতা ও প্রসিদ্ধির ইচ্ছায় যা কিছু হবে সবই হারাম। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১১/২৫৬)** এরূপ দাওয়াতে অংশগ্রহন করাও উত্তম নয়, **"বাহারে শরীয়তে"** রয়েছেঃ (ওলীমার) দাওয়াত প্রদানকারীর নিয়্যত হলো সুন্নাত আদায় এবং যদি নিয়্যত গর্ব করা হয় বা এরূপ হয় যে, বাহবা হবে, যেমনটি বর্তমানে অধিকাংশ এমনি দেখা যায়, তবে এরূপ দাওয়াতে (যাওয়া তো জায়িয তবে) অংশগ্রহন না করা উত্তম, বিশেষকরে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিতদের এরূপ স্থানে না যাওয়া উচিৎ। **(বাহারে শরীয়, ৩/৩৯২)** মনে রাখবেন! এই সিদ্ধান্ত নেয়া প্রত্যেকের কাজ নয় যে, আয়োজক এই দাওয়াত অহঙ্কার করে এবং বাহবা কুঁড়ানোর জন্য করেছে, মুসলমান সম্পর্কে সুধারনা রাখা উচিৎ।

অতিরিক্ত আইটেম করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলীমায় কি খাবারের অতিরিক্ত আইটেম বানানো অপচয় নয়?

উত্তর: ওলীমার দাওয়াতের জন্য খাবারের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, চাইলে একটি আইটেম হোক বা একশটি আইটেম, যদি তা ব্যবাহার যোগ্য হয় এবং নষ্ট না হয় তবে জায়িয, তবে হ্যাঁ! নিয়্যত ভাল হওয়া উচিৎ। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খাবার যদি ভাল নিয়্যতে হয়ে তবে অপচয় নয় এবং লৌকিকতা ও অহঙ্কারের জন্য হলে তবে হারাম। وَاللهُ اَعْلَمُ (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬৬২) কিন্তু এটা সর্বদা স্মরন রাখবেন যে, অনাড়ম্বরতা এবং মধ্যপন্থাকে সর্বদা নজরে রাখা খুবই উত্তম।

ওলীমায় লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলীমার খাবারে (কয়েক ঘন্টার মধ্যেই) লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়ে যায়, এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

উত্তর: এরূপ করা জায়িয, কিন্তু প্রতিটি কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিৎ। যদি আমরা কম আইটেম বানিয়ে অবশিষ্ট টাকা দ্বীনি বা সাম্প্রদায়িক খেদমতের জন্য দান করে দিই তবে এর দ্বারা সুনাম হবে। কিন্তু সুনামের জন্য এরূপ করবেন না, টাকা বাঁচিয়ে শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনি কাজ বা নিজের বংশের গরীবদের জন্য ব্যয় করুন, কেননা নিশ্চয় এটা মহৎ একটি নেকী, এরূপ করাতে কেউ তাকে মন্দ বলবে না, বরং এই কাজটি অনুসরনীয় হয়ে থাকে। সুতরাং যার সুযোগ হয় সে বিবাহের অনুষ্ঠান থেকে টাকা বাঁচিয়ে দ্বীনি ও সামাজিক ভাল কাজে ব্যয় করুন।

www.dawateislami.net

ওলীমার আটটি নিয়্যত

(ওলীমা ছাড়া আর কোন দাওয়াতেও সময় সুযোগ অনুযায়ী নিয়্যত করা যেতে পারে)

প্রশ্ন: ওলীমা বা অন্য কোন দাওয়াতে অনেক আইটেম খাওয়ানোতে সাওয়াব অর্জনের জন্যও কি নিয়্যত করা যায়?

উত্তর: কেন নয়, ভাল খাবার খাওয়াতে সাধারণত সবাই খুশি হয়, বিশেষকরে গরীব লোকদের কদাচিৎই এরূপ দামী খাবার নসীব হয়, নিঃসন্দেহে এতে ভাল নিয়্যত করে যে যতবেশি ভাল খাবার খাওয়াবে ততবেশি সাওয়াবের অধিকারী হবে। لَا اِسْرَافَ فِي الْخَيْر অর্থাৎ কল্যাণে অপচয় নেই। কয়েকটি নিয়্যত উপস্থাপন করছি, অবস্থা অনুযায়ী এতে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

(১) ওলীমার সুন্নাত আদায় করছি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে জীবিত করলো, সে আমাকে ভালবাসলো এবং যে আমাকে ভালবাসলো, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকবে। (তিরমিযী, ৪/৩০৯, হাদীস নং-২৬৮৭)

(২) মুসলমানকে আহার করানোর সাওয়াবের অধিকারী হবো, আহার করানোর ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী: (১) তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই, যে আহার করায়।[১] (২) যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের ক্ষুধা নিবারন করার ব্যবস্থা করে এবং তাকে আহার করায়, এমনকি সে তৃপ্ত হয়ে যায়, তবে

১. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/২৪১, হাদীস নং-২৩৯৮৪।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[১] (৩) **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করো এবং আহার করাও আর ইসলাম প্রসার করো, জান্নাতে প্রবেশ করো।[২] (৪) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার করিয়ে তৃপ্ত করে দেয় তবে **আল্লাহ পাক** তাকে ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবে, যা দিয়ে এমন লোকেরা প্রবেশ করবে।[৩]

(৩) মানুষের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করবো। ঘটনা: একবার উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পাশ দিয়ে একজন ভিখারী গমন করলো, তখন তিনি তাকে রুটির একটি টুকরো দিয়ে দিলেন, অতঃপর এক ব্যক্তি গমন করলো, যে উন্নত পোশাক পরেছিলো, তখন তাকে বসিয়ে আহার করালেন, এসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَنۡزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمۡ অর্থাৎ "মানুষের মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখো।"[৪]

(৪) মুসলমানের অন্তর খুশি করবো। দাওয়াতে আগতদের উপযুক্ত সম্ভাষন করা এবং মুচকি হেসে আহার করানো ইত্যাদি করলে তাদের মন খুশি হবে এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আপনি এর সাওয়াবও পাবেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) **"আল্লাহ পাক**

১. মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৩/২১৪, হাদীস নং-৩৪৫৭।
২. মুসনাদে লি ইমাম আহমদ, ২/৫৭৭, হাদীস নং-৬৫৯৮।
৩. মু'জামু কবীর, ২০/৮৫, হাদীস নং-১২৬।
৪. আবু দাউদ, ৪/৩৪৩, হাদীস নং-৪৮৪২।

এর নিকট ফরয আদায়ের পর সবচেয়ে উত্তম আমল হলো মুসলমানদের মন খুশি করা।"[১] (২) "নিশ্চয় মাগফিরাতকে ওয়াজিব করে দেয়ার কাজ সমূহের মধ্যে তোমাদের আপন মুসলমান ভাইয়ের মন খুশি করাও রয়েছে।"[২] হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী হলো: কোন মুসলমানের অন্তর খুশি করা ১০০টি নফল হজ্ব থেকে উত্তম। (কিমিয়ায়ে সাআদাত,২/৭৫১)

(৫) আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবো। সম্পর্ক রক্ষা অর্থ হলো "সম্পর্ক জোড়া দেয়া" অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে নেকী এবং সদাচরন করা। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৫৮) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাতে পরিবারের মধ্যে ভালবাসা, সম্পদে বরকত এবং বয়স বৃদ্ধি পায়।[৩] (২) যে চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং তার মৃত্যুতে দেরী করা হোক, তবে সে যেনো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।[৪]

(৬) ওলামায়ে কিরামের সম্মান করবো। আনন্দচিত্তে উপস্থিত হয়ে ওলামায়ে কিরামের খেদমতে দাওয়াত দেয়া, তাঁদের সম্মান করা, তাঁদের সম্মানের সহিত গাড়িতে করে নিয়ে আসা, সন্তানদের জন্য কিছু খাবার সাথে দিয়ে পৌঁছে দেয়া, তাঁদেরকে নজরানা প্রদান করা ইত্যাদি সবই মহান সাওয়াবের কাজ। হাদীসে পাকে রয়েছে: ওলামাদের সম্মান করো, কেননা তাঁরা আম্বিয়ায়ে কিরামের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) উত্তরসূরী।[৫]

---

১. মু'জামু কবীর, ১১/৭১, হাদীস নং-১১০৭৯।
২. মু'জামু আওসাত, ৬/১২৯, হাদীস নং-৮২৪৫।
৩. তিরমিযী, ৩/৩৯৪, হাদীস নং-১৯৮৬।
৪. বুখারী, ৪/৯৭, হাদীস নং-৫৯৮৫।
৫. ইবনে আসাকির, ৩৮/১০৪।

(৭) নেককার বান্দার দীদার করবো। ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (সম্মানের নিয়্যতে) ওলামায়ে কিরাম এবং নেককার লোকদের চেহারার যিয়ারত করা ইবাদত, তাঁদের যিয়ারত দ্বারা বরকত অর্জন করা যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৩০৯)

(৮) সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান করবো। বরকত অর্জনের জন্য বিশেষভাবে সৈয়দ বংশীয়দের সম্ভাষণ করবো। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "চার ধরনের লোক এমন, কিয়ামতের দিন যাদের আমি শাফায়াত করবো: (১) আমার সন্তানদের সম্মানকারী (২) তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণকারী (৩) যখন তারা অপারগ হয়ে তার নিকট এলো তখন তার জন্য সচেষ্টা হওয়া ব্যক্তি (৪) মন এবং মুখ দিয়ে তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী।" (জমউল জাওয়ামে, ১/৩৮০, হাদীস নং-২৮০৯)

শুধুমাত্র ধনীদের দাওয়াত দেয়া কেমন?

প্রশ্ন: ওলীমা ইত্যাদির দাওয়াতে শুধুমাত্র নিজের সমকক্ষ ধনীদের ডাকা এবং গরীবদেরকে দাওয়াত না দেয়া কেমন?

উত্তর: ওলীমায় ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া, গরীব আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিদের ভ্রুক্ষেপ করা, তাদের মনকষ্টের কারণ হতে পারে, সুতরাং আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সাবধান! এরূপ করবেন না যে, (দাওয়াতে শুধুমাত্র) স্বাবলম্বিদের দাওয়াত দিবে আর অভাবীদেরকে দিবেন না, (অথচ) তারাই সর্বাধিক হকদার এবং তাদেরই এর (অর্থাৎ খাবারের) প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাই তাদেরকে

www.dawateislami.net

দাওয়াত না দেয়া হলো তাদেরকে দুঃখিত করা এবং অন্তরে কষ্ট দেয়া, মুসলমানদের মনে কষ্ট দেয়া مَعَاذَاللّٰه তা অনেক বড় আপদ যে, সকল আমলকে মাটি করে দিবে।

এরপর আরো বলেন: গরীবরা আসাতে তাদেরকে অত্যধিক সম্মান দিন, নিজের দয়া তাদেরকে দেখাবেন না বরং আসার কারণেই তাদের দয়া নিজের উপর মনে করুন, কেননা তারা নিজের রিযিক খায় এবং তোমাদের গুনাহ মিটিয়ে দেয়, উঠাতে বসাতে, পানাহার করাতে কোন বিষয়েই এমন আচরণ করবে না, যার কারণে তাদের মনে কষ্ট হয়, কেননা দয়া দেখানো এবং কষ্ট দেয়াতে সদকা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/১৫৮-১৫৯)

গরীবে বাড়িতে দাওয়াত (ঘটনা)

প্রশ্ন: গরীবের বাড়িতে না যাওয়া, শুধুমাত্র ধনীদের দাওয়াত গ্রহন করা কেমন?

উত্তর: এরূপ করা উচিৎ নয়। আলা হযরতের দরবারে গরীব পরিবারের এক শিশু উপস্থিত হয়ে দাওয়াত করলো। সুন্দরভাবে বললেন: কি খাওয়াবে? সে আঁচলে রাখা ডাল দেখিয়ে আরয করলো: এটা। তিনি দাওয়াত গ্রহন করে নিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে সেই গরীবের ঘরে উপস্থিত হয়ে গেলেন, সেই ডাল উপস্থিত করা হলো, খাবার মুবারক অভ্যাসের অনুপযোগী হওয়ার পরও আনন্দচিত্তে খেয়ে ফিরে এলেন। (হায়াতে আলা হযরত, ১/১২১-১২৩)

প্রশ্ন: আকীকার মাংস কি ওলীমায় মিক্স করা যাবে?

উত্তর: জ্বি। **"ওয়াকারুল ফতোয়া"**য় রয়েছে: ওলীমায় আকীকার মাংস মিক্স করা এবং খাওয়ানো জায়িয।[১]

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কোরআনে মজীদ		জমউল জাওয়ামেয়ে	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির
মুসলিম	দারুল কুতুবুল আরবী	ইহইয়াউল উলুম	দারু সাদের
আবু দাউদ	দারু ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবী	কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইন্তিশারাতে গঞ্জিনা
তিরমিযী	দারুল ফিকির	ফতোয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন
মুসনাদের ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির	ফতোয়ায়ে আমজাদিয়া	মাকতাবায়ে রযবীয়া
আল হাওয়াতিফ	মাকতাবাতে আসরিয়া	ওয়াকারুল ফতোয়া	বযমে ওয়াকারুদ্দীন
মুজামু কবীর	দারু ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবী	ফতোয়ায়ে বাহরুল উলুম	শাব্বির ব্রাদার্স
মুজামু আওসাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	বাহারে শরীয়ত	মাকতাবাতুল মদীনা
মুসনাদের আবু ইয়ালা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউলকোরান পাবলিকেশন
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	হায়াতে আলা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা

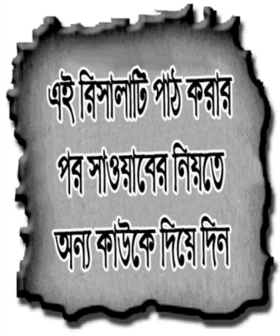

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসেবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে
প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশীত্বের প্রত্যাশী
১ সফরুল মুজাফফর ১৪৪১ হিজরী
01-10-2019

১. ওয়াকারুল ফতোয়া, ৩/১৩৮।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৫১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০৩৩৬৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৬৪৩৩২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net